গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
জাপান-১ অধিশাখা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.erd.gov.bd

তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ ২২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১টি বাজেট সহায়তা সংক্রান্ত ঋণের জন্য মোট ২.৬৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (২৯২.২৭৯ বিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন) বিনিময় নোট ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত Mr. ITO Naoki-এর সাথে বিনিময় নোট এবং বাংলাদেশস্থ জাইকা অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ Mr. Yuho Hayakawa-এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এনইসি-২ কনফারেন্স কক্ষে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় উক্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষরকালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি, ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়া অর্থ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সিপিজিসিবিএল, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, পিজিসিবি, ডিএমটিসিএল, জাপান দূতাবাস এবং জাইকা বাংলাদেশ অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাপান সরকারের ৪২তম ওডিএ লোন প্যাকেজ (১ম ব্যাচ) এর আওতাধীন বিনিয়োগ প্রকল্প দুইটির জন্য স্বাক্ষরিত ঋণের বাৎসরিক সুদের হার নির্মাণ কাজের জন্য ০.৬০%, পরামর্শক সেবার জন্য ০.০১%, Front End Fee (এককালীন) ০.২%। এ ঋণ ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩০ বছরে পরিশোধযোগ্য। বাজেট সাপোর্ট ঋণের বাৎসরিক সুদের হার ০.৫৫%, Front End Fee (এককালীন) ০.২%। এ ঋণ ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩০ বছরে পরিশোধযোগ্য।

উক্ত ঋণচুক্তির আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হবে:

Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power project (6^{th} tranche): অব্যাহত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় মাতারবারি ১২০০ মেগাওয়াট (৬০০ মে:ও:X২ ইউনিট) আলট্রা সুপার ক্রিটিকাল কোল-ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৫,৯৮৪.৪৬ কোটি (জিওবি ৪৯২৬.৬৬ + জাইকা ২৮৯৩৯.০৩ + সিপিজিসিবিএল ২১১৮.৭৭ কোটি) টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫১%। জাইকা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে ৫টি পর্যায়ে মোট ৩০০,৫০২ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েনের (২.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৪২তম ওডিএ লোন প্যাকেজ (১ম ব্যাচ) এর আওতায় ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ১৩৭,২৫২ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন প্রদান (১.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) করা হবে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (2nd tranche): ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল: বিমানবন্দর রুট (বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর) এবং পূর্বাচল রুট (নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো)। বিমানবন্দর রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭২ কিলোমিটার এবং মোট পাতাল স্টেশনের সংখ্যা ১২টি। এ রুটেই বাংলাদেশে প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। পূর্বাচল রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১১.৩৬৯ কিলোমিটার। সম্পূর্ণ অংশ উড়াল এবং মোট স্টেশন সংখ্যা ৯টি। নতুন বাজার স্টেশনে Inter-change থাকবে। উভয় রুটের সকল বিস্তারিত Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Detailed Design এর কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫২,৫৬১.৪৩ কোটি টাকা (জিওবি ১৩,১১১.১১+ জাইকা ৩৯,৪৫০.৩২ কোটি)। প্রকল্পের মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। জাইকা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের জন্য ৫,৫৯৩ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন এবং নির্মাণ কাজের জন্য ১ম পর্যায়ে ৫২,৫৭০ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েনের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৪২তম ওডিএ লোন প্যাকেজ (১ম ব্যাচ) এর আওতায় ২য় পর্যায়ে ১১৫,০২৭ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (১.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রদান করা হবে।

COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan Phase 2: এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ অতিমারি সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং কোভিড-১৯ অতিমারির কারনে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দা উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট সাপোর্ট প্রদান করা। এর আওতায় জাপান সরকার ৪০ বিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (৩৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এ ঋণের বাৎসরিক সুদের হার ০.৫৫%, Front End Fee (এককালীন) ০.২%। এ ঋণ ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩০ বছরে পরিশোধযোগ্য। ইতিপূর্বে ২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট সাপোর্ট হিসাবে জাপান সরকার ১ম পর্যায়ে ৩৫ বিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (৩২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে।

দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী দেশ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত জাপান সরকার বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারের সাথে সামাঞ্জস্য বজায় রেখে জাপান সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, কৃষি, শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতের প্রকল্পে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অনুদান সহায়তা হিসেবে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে।

২২/১১/২০২১

খাদিজা পারভীন
উপসচিব
ফোন: ৪৮১১৪৪১৭